Delhi Public School, Howrah

PERIODIC TEST-III (2025– 2026)

Class- XII

Care must be taken not to write anything on the question paper. All the questions must be attempted in the correct sequence.

Subject:- BENGALI (105)

Time:- 3 HOURS **F.M.-80**

SECTION – A (READING)

PART-A

1) নিচের অনুচ্ছেদ দুটি পড়ে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (2×5=10)

A. বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' গ্রন্থের 'চন্দ্রালোকে' শীর্ষক রচনায় দেখেছি, চাঁদকে নিয়ে খুব ঝামেলায় পড়ে গেছেন কমলাকান্ত। চাঁদের লিঙ্গ কী হবে? "আমাদিগের মতে চন্দ্র HE-ইংরাজি মতে SHE, এখন উপায়? HE কি SHE স্থির হইবে কী প্রকারে?" এরপর কমলাকান্ত ভাবছেন, অযোধ্যার যে নবাবটি হাঁসপাখি নিয়ে খেলা করেন, চোখে সুর্মা লাগান, সে HE, নাকি SHE? আর জোয়ান অব আর্কের মতো যে নারী যুদ্ধবিদ্যায় পারঙ্গম, সে SHE না HE? স্থির করতে না পেরে কমলাকান্ত আবার আফিম চড়ালেন।

এটা ১৮৭৪ সালের লেখা। একই সময়ে তিনি 'বিজ্ঞান রহস্য' লিখছেন। লিঙ্গ পরিচয়ের সঙ্কট নিয়ে তিনি কিছু একটা ভেবেছিলেন ঠিকই। কিছুদিন পর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'চিত্রাঙ্গদা' প্রকাশিত হয়। পুরুষের পরিচয় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল চিত্রাঙ্গদাকে। যৌবনে চিত্রাঙ্গদা প্রেমে পড়ল অর্জুনের। রবীন্দ্রনাথ নানা ব্যঞ্জনাধর্মী বাক্যে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করে সাহিত্য সৃষ্টি করলেন। মনোবিশ্লেষণের দিকে যাননি, আত্মপরিচয়ের সঙ্কটকে তেমন করে তুলে ধরেননি। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল সাহিত্য এবং বিজ্ঞানকে দুটি ঘর ভাবা হত। ১৯২৭ সালে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। অবশ্য সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়'-এ মত পরিবর্তন করে বলেছিলেন- "বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসচেতনার কোন ক্ষতি করেনি, বরং প্রসারিত করেছে।"

একজন মানুষের পরিচয়ের জন্য তাঁর লিঙ্গ পরিচয়টি অন্যতম প্রধান। এখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, শারীরিক চিহ্নে লিঙ্গ পরিচয় ঠিকমতো নির্ধারণ করা যায় না বহু ক্ষেত্রেই। একজন মানুষ শরীর এবং মনে আলাদা জেন্ডারের হতে পারেন। আমাদের ভাষায় পুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ ছাড়াও তৃতীয় লিঙ্গ রয়েছে, যাকে ক্লীবলিঙ্গ বলা হয়। শব্দভাণ্ডারে ক্লীবলিঙ্গ প্রচুর। স্বয়ং ব্রহ্ম ক্লীবলিঙ্গ। প্রাচীন গল্পগাথায় পুরুষের ভূমিকায় নারী বা নারীর ভূমিকায় পুরুষ নানাভাবেই এসেছে। শেক্সপিয়ারের 'মার্চেন্ট অব ভেনিস'- এ পোর্শিয়া উকিলের ছদ্মবেশে শাইলকের বিরুদ্ধে মামলায় লড়ে গেলেন। 'চিত্রাঙ্গদা' এ রকমই একটি আখ্যান, যেখানে বাধ্য হয়ে চিত্রাঙ্গদাকে পুরুষের মতো হতে হয়েছিল। মহাভারতে অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুনকে বিরাট রাজার ঘরে বৃহন্নলা নাম নিয়ে থাকতে হয়েছিল। আ-কারান্ত এই স্ত্রীলিঙ্গ শব্দটির মানে হল দীর্ঘভুজা। আবার 'বৃহৎ-নরা' থেকে বৃহন্নলা ভাবতে অসুবিধা নেই, এর অর্থ হচ্ছে সম্মানিত পুরুষ। তবে শব্দটির অর্থের প্রসার ঘটে এখন ক্লীব ধরনের মানুষদের বোঝানো হয়। প্রকৃতপক্ষে চিত্রাঙ্গদা বা বৃহন্নলা ছদ্মবেশ ধারণ করেছিলেন, তাঁদের ভিতর থেকে রূপান্তর গ্রহণের তাড়না আসেনি। কিছু মানুষ আছেন যাঁদের মধ্যে একটা প্রশ্ন ঘুরে বেড়ায়- সে পুরুষ নাকি নারী? এঁদের ত্রুটি জন্মগত। প্রাচীন ভারতে এই ধরনের মানুষদের বলা হয় 'তৃতীয়া প্রকৃতি'। অনেক মানুষকে রাস্তাঘাটে দেখা যায় যারা নতুন শিশু জন্মালে খবর পেয়ে যান, এদের আমরা হিজড়ে বলে জানি। একই দেহে নারী ও পুরুষ, শিব ও শক্তির মিলিত রূপ। শিব যেমন অর্ধনারীশ্বর হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিলেন তেমনি হিজড়েরাও অর্ধনারীশ্বরের অংশসম্ভূত।... প্রাচীন ভারতে, গ্রিসে, রোমে এই ধরনের মানুষদের উপেক্ষা করা হত না। শিখণ্ডীর কাছে মাথা নুইয়েছিলেন মহাবীর ভীষ্ম। এখন তৃতীয় লিঙ্গ নামে কিছু একটা যে আছে, এটা প্রতিষ্ঠিত। অনেক ক্ষেত্রেই ফর্ম পূরণের সময় ফর্মের মধ্যে লিঙ্গ পরিচয়ের জন্য মেল, ফিমেল ছাড়াও 'আদার' লেখা একটা ঘর থাকে। এই 'আদার'রা হলেন তৃতীয়া প্রকৃতি।

I) আমাদের পৌরাণিক দেব-দেবীর মধ্যে যে দেবতা অর্ধনারীশ্বর হিসাবে প্রকাশিত তিনি হলেন-

A) দুর্গা B) শিব C) প্রকৃতি D) চন্দ্র

II) অবশ্য সত্তর-উত্তীর্ণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্বপরিচয়'-এ মত পরিবর্তন করে বলেছিলেন- "বিজ্ঞান মানুষের সৌন্দর্য্যবোধ এবং রসচেতনার কোন ক্ষতি করেনি, বরং প্রসারিত করেছে।"- এ ভাবনা থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চরিত্রের যে দিকটি ফুটে উঠেছে তা হল-

A) তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানমনস্ক হয়ে উঠেছেন।

B) সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নিজের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে পারেন।

C) বিজ্ঞান ও সাহিত্যের মধ্যে কোন পার্থক্য তিনি দেখেন নি।

D) আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে উপলব্ধি করেছিলেন।

III) বৃহন্নলা বলতে বুঝি:

A) রূপান্তরকামী মানুষকে। B) ক্লীব ধরণের মানুষকে। C) দীর্ঘভুজাকে। D) আত্মকেন্দ্রিক মানুষকে।

IV) কমলাকান্ত আবার আফিম চড়ালেন।-কারণ

কারণ (ক): অযোধ্যার নবাব ও জোয়ান অব আর্কের নারী স্ত্রী না পুরুষ তা বুঝতে না পেরে।

কারণ (খ) : বঙ্কিমচন্দ্রের উপর রাগ করে।

A) কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B) কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) 'প্রাচীন' শব্দটির একটি সমার্থক শব্দ হল-

A) হাল B) পার্থ C) সাবেক D) শাশ্বত

B. সৈয়দ মুজতবা আলি নিজে বলতেন, তাঁর জীবন একটি খোলা বই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের একাধিক ভাষায় স্বচ্ছন্দ অধিকার, একাধিক বিষয়ে সুগভীর জ্ঞান, বহু কৃতী মানুষের নিবিড় সখ্য তাঁর জীবনকে করেছে প্রবাদগোত্রীয়। তিনি নিজেই জানিয়েছেন, জীবিকা নির্বাহের উপায় কী এই প্রশ্নের উত্তরে ফরাসি দেশে হাজির হয়ে তিনি লিখেছিলেন, 'কিছুদিন অন্তর চাকরি রিজাইন দেওয়া।'

মুজতবার যখন উনিশের মতো বয়স, একদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকেই বলে দিলেন, 'এবার থেকে তুই লেখা ছাপাতে আরম্ভ কর।... লেখাগুলো আমাকে দিয়ে যাস। আমি ব্যবস্থা করবো।' মনে হয়, শান্তিনিকেতনে লেখালেখির সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের মনে সৈয়দ মুজতবা আলীর প্রতি একটি সস্নেহ সুপ্রসন্ন মনোভাব গড়ে উঠেছিল। তাঁর লেখালেখি বহুকাল ছিল আপনজনদের অনুরোধে, খানিকটা অনিচ্ছায়ই। কিন্তু বরোদার রাজ্যপাট থেকে বিদায়ের পর দেখা গেল ওই কলম-পেষার কাজটি ছাড়া অন্য-কোনো এলেম তাঁর তেমন জন্মায়নি। অনেকটা দায়ে পড়েই অনুজপ্রতিম কানাইলাল সরকারের মাধ্যমে 'সত্যপীর' ছদ্মনামে 'কলম' লিখেই তাঁকে অন্নসংস্থান করতে হল। তারপর, 'টেকচাঁদ', 'ওমর খৈয়াম', 'প্রিয়দর্শী' এমনকি 'ইন্দ্রাণী সরকার' এইসব ছদ্মনামে যা লিখেছেন তা ছিল যথাসাধ্য পাঠক সাধারণের কাছ থেকে নিজেকে আড়াল করে রাখার উপায়। এ ছিল অনেকটা মিষ্টি জলে ইলিশমাছের ডিম পেড়ে নির্বিকার সমুদ্রে ফিরে যাওয়ার মতোই। পাঠক-সাধারণ কৌতূহল-জাল ফেলে ধরলে ধরল, কিন্তু নিজের কণামাত্র কৌতূহলই নেই সেই ডিমের প্রতি-ভাবটা ছিল এই ধরনের। 'দেশে বিদেশে' রচনাকালে মুজতবা আলী সাহিত্যগুরু আনাতোল ফ্রাঁন্সের একটি পথনির্দেশকে তাঁর মূলমন্ত্র বলে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন: "লেখাকে যদি সর্বত্রগামী করতে চাও হালকা চালে লেখো, পণ্ডিতি ফলাতে যেয়োনা।" যেখানে যেতেন কথার ফুলঝুরি লাগিয়ে দিতেন। এই প্রসঙ্গে মনে পরে কাজী নজরুল ইসলামকে। উভয়েই সুপুরুষ ও সুরসিক। মুজতবা আলী ছিলেন মহাশ্বেতা দেবী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো একান্তভাবেই শান্তিনিকেতনের মানুষ। সৈয়দ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এক অতি শুভ মুহূর্তে। সবেমাত্র বিশ্বভারতীর যাত্রা শুরু করেছে মুষ্টিমেয় ক-টি ছাত্রকে নিয়ে, মুজতবা আলী তার অন্যতম।

'পঞ্চতন্ত্র' প্রকাশিত হবার মাত্র দু'তিন মাসের মধ্যে প্রথম সংস্করণ শেষ হয়ে যায়। এক সপ্তাহে এগারোশো কপি বিক্রি হয়ে যায়। ১৯৫০ থেকে ৬০-এর মধ্যে মুজতবা আলী ছিলেন সর্বাধিক জনপ্রিয় বাঙালী সাহিত্যিক। 'দেশ' পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষকে সৈয়দ চিঠি লিখে জানান, "আমি কল্পনাই করতে পারিনে, কত লোকের কত আপত্তি, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ তুমি সহ্য করে সপ্তাহের পর সপ্তাহ বছরের পর বছর আমার পঞ্চতন্ত্র ছাপিয়েছ। তার অনেকগুলো, আজ বুঝি, একেবারে অখাদ্য।... একাধিকবার বন্ধ করেছি... তুমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে লিখিয়েছো।... কখনো একটা লাইন কাটোনি, একটা শব্দও বদলাওনি।... অন্যদের বলেছো ঐরকমই ছাপান। কে জানে ওর মাথায় কি আছে?" 'পঞ্চতন্ত্র' রচনার স্টাইলকে অনায়াসে বৈঠকী চাল বলা যেতে পারে। আসর জমিয়ে কথা বলছেন আর সেসব কথা অনায়াসে কলমের মুখে ঝরছে, কলম তাঁকে এতটুকু বিকৃত করতে পারেনি। এ বড় শক্ত কাজ। অবনীন্দ্রনাথের 'পথে বিপথে'ও এই চালে রচিত। কাজী নজরুল ইসলাম যা পদ্যে করেছেন, সৈয়দ তাই করলেন গদ্যে- দেশী-বিদেশী, বিশেষ উর্দু-ফারসীর অনায়াস ও অঙ্গাঙ্গী মিশ্রণ, কোথাও এতটুকু ফাটল নেই।

আলীসাহেব তখন দিল্লিতে দূরদর্শনে কর্মরত। ঠিক হল নীরেন্দ্রনাথকে তিনি সঙ্গে করে দিল্লি দেখাবেন। এক সপ্তাহ ধরে ফার্গুসনের বিরাট মোগল স্থাপত্যের বইখানি সঙ্গে নিয়ে নীরেন্দ্রনাথকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখালেন কিন্তু দেখা গেল সাত দিনে মাত্র 'হুমায়ুনের সমাধি'ই শুধু দেখা হল। এরপরই নীরেন্দ্রনাথকে কলকাতা ফিরতে হল।

I) **"লেখাকে যদি সর্বত্রগামী করতে চাও হালকা চালে লেখো, পণ্ডিতি ফলাতে যেয়োনা।" –** আলোচ্যমান ভাবনাটি কার ছিল?

A) সৈয়দ মুজতবা আলির B) নীরেন্দ্রনাথের C) কাজী নজরুল ইসলামের D) আনাতোল ফ্রাঁন্সের

II) **"**অন্যদের বলেছো ঐরকমই ছাপান। কে জানে ওর মাথায় কি আছে?"- আলোচ্যমান উক্তিটির মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে লেখকের-

A) পরম গৌরববোধ। B) প্রবল আস্থা। C) শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন। D) সরল কৌতুক।

III) ইলিশ মাছের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

A) ইলিশ মাছ মিষ্টি জলের মাছ। B) ইলিশ মাছ নদীতে ডিম পেড়ে সমুদ্রে ফিরে যায়।

C) ইলিশ মাছ তার ডিমের প্রতি উদাসীন থাকে। D) কোনটিই নয়।

IV) বিবৃতি: 'সৈয়দ শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন এক অতি শুভ মুহূর্তে।'

কারণ- (ক): মহাশ্বেতা দেবী ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের মতো বিশিষ্ট জনেরা তখন শান্তিনিকেতনে।

কারণ- (খ): রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তখন সবার মাথার মাথা হয়ে বিরাজমান।

A) কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B) কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V) 'ফিরতে'- ক্রিয়াপদটির সাধুরূপ হবে-

A) ফিরাইতে B) ফিরাইয়া C) ফিরিতে D) ফিরে

SECTION-B(Grammer)

2) যে কোনো পাঁচটি বাগধারা/প্রবাদের সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (MCQ) **(1×5=5)**

I. ' গভীর জলের মাছ'- বাগধারাটির অর্থ হলো-

A) সহজে বোঝা যায় না এমন ব্যক্তি B) তোষামোদ করা

C) দুদিকেই D) অবাস্তব কাহিনী

II. 'মগের মুলুক' বাগধারাটি যে অর্থে ব্যবহৃত হয়-

A) পরের বোঝাস্বরূপ B) অরাজক দেশ C) বড়ো বেশি চাহিদা D) বিরাট আয়োজন

III. 'গড্ডালিকা প্রবাহ' বাগধারাটির অর্থ হল-

A) বিশৃঙ্খলা অবস্থা B) অতিরিক্ত প্রশ্রয় C) অন্ধ অনুকরণ D) অতি ধীরগতি

IV. 'অতি প্রাচীনকাল' বোঝাতে কোন্ বাগধারাটির প্রয়োগ করা হয়?

A) তাসের ঘর B) মান্ধাতার আমল C) অমাবস্যার চাঁদ D) রাবণের চিতা

V. নিচের কোন বাক্যে 'দু নৌকায় পা' বাগধারাটির সঠিক প্রয়োগ ঘটেছে?

A) দু নৌকায় পা দিয়ে চলা খুবই সুবিধাজনক; নদীও পার হওয়া যায় আর আবার সমুদ্রও পার হওয়া যায়।

B) আজকাল সবাই রাতারাতি বড় হওয়ার জন্য দু নৌকায় পা দিয়ে চলতে ভালোবাসে।

C) হয় চাকরি কর, না হয় ব্যবসায় ভালোভাবে মন দাও, নচেৎ দু নৌকায় পা রাখলে কোনটাতেই সুবিধা করতে পারবে না।

D) পড়াশোনা কর না হয় খেলাধুলা কিন্তু দু নৌকায় পা রেখো না।

VI. ' ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে'- প্রবাদ প্রবচনটির অর্থ হল -

A) সব জায়গাতে একই কাজ B) ভুক্তভোগী

C) একজনের বিপদে অপর জনের পাশে থাকা D) বদনাম ঢাকতে অতিমাত্রার সাধু সাজা

VII. 'বেল পাকলে কাকের কি' প্রবাদ প্রবচনটির অর্থ-

A) প্রাপ্তির আগে প্রাপ্তবস্তু উপভোগের প্রস্তুতি B) যে সাফল্য অন্যের কাজে লাগে না

C) নিষ্ফল আবেদন D) নাজেহাল অবস্থা

SECTION-C

(Main Course Book)

3) পাঠ্য নাটক থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ (1×5=5)

I) "আর একদিন তাকে দেখে মনে হয়েছিল" –

A) মোমের আলোর চেয়েও পবিত্র B) চাঁদের আলোর চেয়েও স্নিগ্ধ

C) ভোরের আলোর চেয়েও সুন্দর D) গোধূলি আলোর চেয়েও মায়াবী

II) "Life's but a walking shadow" – এই সংলাপটি যে নাটকের সেটি হল –

A) ম্যাকবেথ B) কিং লিয়ার C) হ্যামলেট D) ওথেলো

III) "আমারও আর কিছু ভালো লাগতো না।" –

কারণ –(ক) মেয়েটি কোথায় গেল – কী হলো কে জানে

কারণ (খ) দর্শকের কাছে জনপ্রিয়তা কমে যাওয়া

A) কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B) কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

IV) "সেসব দিনের কথা কি তোমার মনে আছে কালীনাথ?" – এখানে বলা হয়েছে –

A) স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় এর কথা

B) অভিনেতা রজনীকান্তের তরুণ জীবনের প্রতিপত্তি ও খাতিরের সময়ের কথা

C) রজনীকান্তের সিনেমায় অভিনয়ের জীবনের কথা

D) রজনীকান্তের প্রেমের জীবনের কথা

V) "নানা রঙের দিন" নাটকটির অনুপ্রেরণা হল

A) চেখভের 'চেরি অর্চার্ড' B) চেখভের 'সোয়ান সং'

C) ইবসেনের 'পিপলস এনিমি' D) ব্রেখটের 'থ্রি পেনিজ অপেরা'

VI) "ঠিক পুরোনো দিনের মতোই আছেন আপনি।" – কালীনাথ যা দেখে এ সিদ্ধান্তে এসেছেন, তা হল –

A) রজনীকান্তের স্মৃতিশক্তি B) রজনীকান্তের আচরণ

C) রজনীকান্তের স্বরক্ষেপণ D) রজনীকান্তের সামগ্রিক প্রতিভা

4) পাঠ্যসহায়ক পাঠ থেকে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর নির্বাচন করে লেখো: (যে কোনো পাঁচটি) MCQ (1×5=5)

I. 'টালোয়ান' হল-

A) ড্রিল মেশিন দিয়ে কয়লা কাটে যারা

B) ডিনামাইট দিয়ে কয়লা ভাঙ্গে যারা

C) লাইন পাতা এবং সুড়ঙ্গ দেখাশোনা করে যারা

D) ভর্তি টব ঠেলে নিয়ে যাওয়া আর খালি টব মালকাটাদের হাতে ফিরিয়ে দেবার কাজ করে যারা

II. 'চাষীরা আজ জেগে উঠেছে'- কোন চাষীদের কথা বলা হয়েছে?

A) ডমরু B) ডালু C) আদিবাসী D) হাজং

III. 'অনেকটা হিটলার জার্মেনির কন্সেন্ট্রেশন ক্যাম্পের মত।'- কোনটি?

A) আলিপুর বন্দিশিবির B) আন্দামান বন্দিশিবির C) বক্সা বন্দিশিবির D) লাহোর বন্দিশিবির

IV. 'আজ আর স্নান হবে না' - স্নান না হবার কারণ-

কারণ ক)- ছোট ভাইটা জল ধরে রাখতে পারেনি।

কারণ খ)- সবাই জল নিয়ে মারামারি করেছে।

A) কারণ (ক) ঠিক, কিন্তু কারণ (খ) ভুল

B) কারণ (ক) ভুল, কিন্তু কারণ (খ) ঠিক

C) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ভুল

D) কারণ (ক) এবং কারণ (খ) দুটোই ঠিক

V. প্রায় কত বছর আগে চেংমান হালুয়াঘাট বন্দরে সওদা করতে এসেছিলেন?

A) ২০ থেকে ৪৫ বছর আগে B) ২৫ থেকে ৩০ বছর আগে

C) ১০ থেকে ১৫ বছর আগে D) ১৫ থেকে ২০ বছর আগে

VI. বাগডোগরা নামটি কিভাবে হয়েছিল?

A) একসময় বাঘের উপদ্রব ছিল বলে B) একসময় বাঘ শিকার হত বলে

C) একসময় সেখানে বাঘ ছিল না বলে D) এক সময় বাঘের সংখ্যা অধিক ছিল বলে

PART-B: Descriptive Questions

SECTION-B (Grammar)

5) ধ্বনিবিজ্ঞানের নিম্নলিখিত সূত্রগুলির যে কোনো একটির দু'টি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: (2+2)×1=4

অভিশ্রুতি অথবা স্বরসংগতি

6) শব্দার্থতত্ত্বের নিম্নলিখিত প্রকারভেদগুলির যে কোনো একটির তিনটি উদাহরণসহ সংজ্ঞা লেখো: (2+2)×1=4

শব্দার্থের অপকর্ষ অথবা শব্দার্থের প্রসারণ

SECTION-C

Supplementary Reader/Non-detailed Text

7) "মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করছে দেখে নিখিল চুপ করে থাকে।"-মৃত্যুঞ্জয়ের চোখ ছলছল করতে থাকার কারণ কী? চুপ করে থাকা সত্ত্বেও নিখিল মনে মনে কী ভাবতে লাগল? (2+3=5)

অথবা

'বুড়ির শরীর উজ্জ্বল রোদে তপ্ত বালিতে চিত হয়ে পড়ে রইল।'— বুড়ির চেহারা ও পোশাকের পরিচয় দাও। তার তপ্ত বালিতে পড়ে থাকার কারণ কী?

8) 'প্রতীক্ষা করতে থাকল'- কীসের প্রতীক্ষা করতে থাকল ? (2)

9) "ফুটন্ত ভাতের গন্ধ তাকে বড়ো উতলা করে।"- এই গন্ধ তাকে উতলা করে কেন? (3)

অথবা

'...শার্সিতে আটকানো মৌমাছির মতো সে মাথা খুঁড়ছে সেই স্বচ্ছ সমস্যার অকারণ অর্থহীন অনুচিত কাঠিন্যে।'-উদ্ধৃতিটি ব্যাখ্যা করো।

10) সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লেখো: **(5×1=5)**

'নিহত ভাইয়ের শবদেহ দেখে
নাই যদি হয় ক্রোধ
কেন ভালোবাসা, কেন–বা সমাজ
কীসের মূল্যবোধ ।'

অথবা

" রক্তের অক্ষরে দেখিলাম আপনার রূপ
চিনিলাম আপনারে আঘাতে আঘাতে বেদনায় বেদনায়"

11) "আমি তা পারি না" – এখানে কবির কোন্ মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে বলে তুমি মনে করো? **(3)**

অথবা

"আমৃত্যু দুঃখের তপস্যা এ জীবন"- কবির একথা বলার কারণ কী?

12) 'কে আবার গড়ে তুলল এতবার?' —কী গড়ে তোলার কথা বলা হয়েছে? এই প্রশ্নের মাধ্যমে কবি কী বলতে চেয়েছেন? **(2+3=5)**

অথবা

'গলদের নিপাত করেছিল সিজার। নিদেন একটা রাঁধুনি তো ছিল?' —ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে লেখো। এর মাধ্যমে কবি কী বোঝাতে চেয়েছেন?

13) "আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে যা হোক।"-'পাগল' বলতে এখানে কার কথা বলা হয়েছে? কোন পরিস্থিতিতে এই মন্তব্য করেছিলেন? **(2+3=5)**

অথবা

'আমিও তো মানুষ, কালীনাথ।"-প্রসঙ্গ উল্লেখ করো। বক্তা কেন এরূপ মন্তব্য করেছেন?

14) 'মনে হলো হাজার হাজার মজুরের বুকের রক্ত ওদের বাগানে ফুল হয়ে ফুটে আছে।'- ওদের বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে? বক্তার এইরকম বলার কারণ কী? **(2+3=5)**

অথবা

"পঞ্চাশ–ষাট বছর আগে এ অঞ্চলে জমিদারি একটা আইন ছিল।" — এখানে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে? এই আইনের পরিচয় দাও।

15) "অথচ আমরা সবাই বাংলাদেশেরই মানুষ"- 'অথচ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে কেন? (2)

অথবা

"দেরি নেই" – লেখকের একথা মনে হয়েছে কেন?

Section-D

Creative Writing

16) নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন তুলে দেওয়া হল। এটি পড়ে প্রশ্নগুলির উত্তর লেখো: (2+2+2=6)

নিজস্ব সংবাদদাতা, আইসল্যান্ড, ২৫ মে, ২০২২: আইসল্যান্ড একটি ছোট্ট দেশ। কিন্তু খবরের শিরোনাম হয় প্রায়শই। কখনও শিরোনামে আসে দাবার ক্ষেত্রে বিশ্বে বিশেষ স্থান দখল করে নেওয়ার জন্য। আবার কখনও সুপ্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠা প্রসঙ্গে। এই ছোট্ট দেশে অনেক ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিই রয়েছে যেগুলি মাঝে মধ্যে আবির্ভূত হয়। ধূমকেতু ছিয়াত্তর বছর পর আবির্ভূত হয়। কিন্তু ইনি প্রায় ২০০ বছর পর ঘুম থেকে জেগে উঠে গোটা আইসল্যান্ডকে ধোঁয়ার চাদরে মুড়ে দেয়। বিশ্ববাসী এই ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির জেগে ওঠার খবর জানতে পারে টিভির পর্দা থেকে বা খবরের কাগজের পাতা থেকে। জানতে পারা যায় আইসল্যান্ডের কাটলা পর্বতমালার পশ্চিমের একটি স্থান থেকে এই আগ্নেয়গিরিটি হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে জেগে উঠে মানুষের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করেছে।

ভূ-বিজ্ঞানীরা এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার কারণও দেখিয়েছেন। তারা বলেছেন, ভূত্বকের নিচে রয়েছে বেশ কিছু প্লেট যা ভূগর্ভের তাপ ও গলিত পদার্থের প্রভাবে নড়াচড়া করে। এই নড়াচড়ার ফলেই পাটাতনের সীমানা থেকে ভূগর্ভস্থ লাভা, ধুলো, ধোঁয়া ইত্যাদি উপরের দিকে বেরিয়ে এসে তার জাগরণের বার্তা দেয়। আর এই কারণেই আইসল্যান্ডের ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরিগুলি দীর্ঘনিদ্রার পর জেগে ওঠে। এই ছোট্ট দেশে কম করে হলেও ৭০-৭৫ টি ছোট বড় আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এই আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠার ফলে অগ্নুৎপাত হয়, চারিদিকে ধোঁয়া ধুলোতে আকাশ ঢেকে যায়, বিভিন্ন এলাকায় দেখা যায় ভূমিকম্পের প্রভাব।

a) উপরের প্রতিবেদনটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দাও।
b) দু তিনটি বাক্যে বিষয়টির উপর আলোকপাত কর।
c) কতদিন অন্তর কোথায় এই সুপ্ত আগ্নেয়গিরি জেগে ওঠে?

17) হালিশহরে মিউনিসিপ্যাল সংলগ্ন একটি 3BHK ফ্ল্যাট বিক্রি হবে; উপযুক্ত পদ্ধতি মেনে সংবাদপত্রের শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপনের উপযোগী একটি বিজ্ঞাপন রচনা করো।(৫০টি শব্দে) (6)

অথবা

রায় ট্রাভেলস্ অ্যান্ড ট্যুর কোম্পানি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভ্রমণে সহযোগিতা করে। সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী একটি বিজ্ঞাপন রচনা করো।(৫০টি শব্দে)